সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

16-06-2016

(Bangla)

رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ফয়যানে খাদীজাতুল কোবরা

ফয়যানে খাদীজাতুল কোবরা

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "زَیِّنُوۡا مَجَالِسَكُمۡ بِالصَّلَاۃِ عَلَیَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمۡ عَلَیَّ نُوۡرٌ لَّكُمۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহ আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা সজ্জিত করো। কেননা, আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (জামে সগীর, হরফুয যা, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৫৮০)

পড়তা রহো কছরত ছে দুরূদ উনপে সদা মে,
আওর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাউছ ও রযা দে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

www.dawateislami.net

❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ تُوْبُوْا اِلَی اللہ, اُذْکُرُ اللہ, صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰیَۃً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কুরাইশের এক পূন্যবতী মহিলাঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজ আমরা সাপ্তাহিক ইজতিমার বরকতে এমন মহান স্বত্ত্বার উত্তম আলোচনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব, তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন, বরং হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যিনি মুমীনদের মা, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্নেহময়ী হযরত ফাতেমা যাহরা এবং অন্যান্য শাহ্জাদা ও শাহ্জাদীদের মা, ও ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ এর নানী জান। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا খুব বড় মাপের ব্যবসা করতেন, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ও এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দক্ষ এবং সভ্য ব্যক্তির প্রয়োজন ছিলো, যিনি আমীন ও আমানতদার হবে। অপর দিকে **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্র, সততা, ঈমানদারী এবং আমানতদারীর প্রসিদ্ধি প্রত্যেক ছোট বড় সবার মুখে মুখে ছিলো। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিজের অসামান্য চরিত্র ও সামাজিক গুণাবলীর ভিত্তিতে হীন চরিত্রের অধিকারীর ঐ জাহেলী যুগে আমীন বলে ডাকা হতো, হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুউচ্চ গুণাবলীর প্রসিদ্ধির সংবাদ পৌঁছে যায়। আর এই কারণে তিনি, **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নিজের সরঞ্জাম দিয়ে ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে পাঠানোর জন্য চাইতেন। কিন্তু এই ধারণা করে যে, জানি না **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা কবুল কিনা। নিজের ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে দিতেন। দিন রাত অতিক্রম হচ্ছিল, এমনকি রাসূলে খোদা **আহমদে মুজতবা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের ঘোষণার কমপক্ষে ১৫ বছর আগের সময় আসলো। আগের বছর গুলোর মতো এই বছর ও আরব বাসীর ব্যসায়িক কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। (ফয়যানে খাদীজাতুল কোবরা ৫,৬,৮ পৃষ্ঠা) হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমি আপনার সততা, আমানতদারী ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জানি। যদি আপনি আমার মালামালকে ব্যবসার জন্য নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব কবুল করেন। তবে আমি আপনাকে এর চেয়ে দ্বিগুণ বিনিময় দেবো। যা আপনার সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের দিয়ে থাকি।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা কবুল করলেন। হযরত সায়িদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তার গোলাম মায়সারা কে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সঙ্গী করে দিলেন। আর এটা জোর দিয়ে বললেন যে, কোন কথার মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অবাধ্য যেন না হয় এবং তার সিদ্বান্তের বিরোধীতা যেন না করে। **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় ঐ ব্যবসার মধ্যে এই পরিমান বরকত ও লাভ দান করেছেন যে, যা পূর্বে কখনো হয়নি। অতঃপর এত বেশী লাভ দেখে হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর গোলাম মায়সারা বলল: **হে মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কখনো এত বেশী পরিমান লাভ দেখিনি যা আপনার সদকায় হয়েছে। বেচাকেনা থেকে অবসর হয়ে কাফেলা ওয়ালারা ফিরে আসার জন্য সফর শুরু করে দিলো। সফর অবস্থায় মায়সারা দেখল যে, যখন দুপুর হতো এবং গরমের তীব্রতা বেড়ে যেতো, তখন দুইজন ফেরেস্তা সূর্য থেকে বাঁচানোর জন্য **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ছায়া দান করতো। **আল্লাহ্ তাআলা** মায়সারার অন্তরে **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ঢেলে দিলেন। এই জন্য সে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে এই ভাবেই থাকতো যেন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম। যখন **রাসূলে খোদা আহমদে মোজতবা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে গেলেন এবং তাকে তার ব্যবসায় হওয়া লাভের ব্যাপারে যখন বললেন: তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এতে এত খুশী হলেন এমনকি গত বছরগুলোর তুলনায় অধিক লাভ দেখে তিনি নির্ধারিত পরিমান বিনিময়ের চেয়ে অধিক সম্পদ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করেন। **(ছুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, আল বাবুস সালিছ আশারা ফি সফরিহি মার্‌রা, ২/১৫৯, ১৬০, ১৫৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ব্যবসার সম্পদ কে কি পরিমান আমানত দারিতার সাথে বিক্রি করেছেন এবং তার "আমীন" হওয়ার বাস্তবিক প্রমান পেশ করে এটা জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের সম্পদ হিফাজত করা এবং তার থেকে কোন ধরণের খিয়ানত না করা প্রত্যেক মুসলমান বিশেষ করে একজন ভাল ব্যবসায়ির দায়িত্ব।

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: নিঃসন্দেহে সব থেকে পবিত্র উপার্জন হলো ঐ ব্যবসায়িদের যে কথা বলে তো মিথ্যা বলে না, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তবে তার খিয়ানত করে না। যখন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে না। (শুয়াবুল ঈমান, বাব হিফজুল লিসান, ৪/২২১, হাদীস: ৪৮,৫৮) স্মরণ রাখবেন! আমানতের মধ্যে খিয়ানত হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের কে আমানতের খিয়ানত থেকে বাচার হুকুম দিয়েছেন। যেমননিভাবে- নবম পারা, সূরা আনফালের ২৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡۤا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ্ ও রাসূলের** সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং আপন আমানত সমূহের মধ্যে জেনে শুনে অবিশ্বস্থতা করো না।

(নবম পারা, সূরা আনফাল, আয়াত,২৭)

এবং পাঁচ পারা সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের মধ্যে আমানত ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে ইরশাদ করেন ।

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهۡلِهَا ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ্** তোমাদের কে নির্দেশ দেন যেন আমানত সমূহ যাদের, তাদের কে অর্পন করো।

হাদীসে পাকের মধ্যে পরিপূর্ণ মু'মিনের এই গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে, "মু'মিন প্রত্যেকটি অভ্যাস নিজের করে নিতে পারে। কিন্তু মিথ্যা ও খিয়ানতকারী হতে পারেনা।" (মসনদে ইমাম আহমদ, মসনদুল আনসার, হাদীস, আবি ইমামাতাল বাহিলী, ৮/২৭৬, হাদীস: ২২২৩২) মুনাফিক আমানতের খিয়ানত করে, **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: অপর দিকে মুনাফিকের তিনটি আলামত রয়েছে; "(১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা তখন খিয়ানত করে।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩, গীবত কি তাবাহকারীয়া, ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! খিয়ানত কত বড় মন্দ কাজ যে, মুমীন এটা থেকে দূরে থাকে, আর মুনাফিক এটাতে জড়িয়ে থাকে,

www.dawateislami.net

স্মরণ রাখবেন! যেভাবে টাকা পয়সা, সম্পদ ও আসবার পত্রের আমানতে খিয়ানত করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তেমনি ভাবে পরস্পর কথাবার্তা, কাজ,ও ওয়াদার আমানতের মধ্যে খিয়ানত করা হারাম। উদাহরণ স্বরূপ কেউ আমাকে কোন গোপনীয় কথা বলল, আর সেটার ধরণটা ছিলো এরূপ যেন আমি কাউকে না বলি। বা বলে দিলো যে, এটা আপনার কাছে আমানত অন্যের কাছে **share** করবেন না। (অর্থাৎ অন্য কাউকে এতে সম্পৃক্ত করবেন না।) এখন যদি আমরা সে কথাটি অন্য কাউকে বলে দিয়, তবে আমরা আমানতের খিয়ানতে সম্পৃক্ত হয়ে যাবো। এই ভাবে শ্রমিক, বা চাকর ইত্যাদির উপর আরোপিত দায়িত্বেও মধ্যে যে কাজ অর্পন করা হয়েছে। সেটা তাদের জন্য আমানত যদি তারা সে কাজটি ইচ্ছাকৃত ভাবে না করে বা ঐ সময় কাজ কম করে, তবে এটা ও আমানতের খিয়ানতের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। এমনি ভাবে রাজার দায়িত্ব হলো, তার প্রজাদের দায়িত্ব পালন ও খোজ খবর রাখা এবং ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা রাখবে। যদি সে তার অঙ্গিকারের দায়িত্ব পূর্ণ না করে। তবে সেও খিয়ানত কারী হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে আমানতের খিয়ানত থেকে বাচার তাওফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বরকতময় আলোচনা আরো শুনুন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পবিত্র গুণাবলী ও বিশেষত্বের মধ্যে এটা রয়েছে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **হুযুরে আনওয়ার** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর সর্বপ্রথম স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। **আল্লাহ্ তাআলা** তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে জিব্রাইল আমীনের عَلَیْہِ السَّلَام এর মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সংস্পর্শের মধ্যে কম বেশী ২৫ বছর থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আবু তালিবের ঘাটির মধ্যে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বন্ধী থেকে সঙ্গ ও ভালবাসার নিদর্শন পেশ করেন।

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তার সমস্ত সম্পদ **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদমে লুটিয়ে দেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কবরের মধ্যে **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামেন এবং তার পবিত্র হাত দ্বারা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে কবরে নামান। ইতিহাসের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে তাহেরা সিদ্দিকার মতো মহা মর্যাদা উপাধী দ্বারা স্মরণ করা হয়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **ছরকারে দো আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনেক প্রিয় পবিত্র স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অন্য কাউকে বিয়ে করেন নি। তাঁকে জান্নাতের মধ্যে চিৎকার চেচামেচি থেকে মুক্ত মহলের সুসংবাদ শুনানো হয়েছিল। (ফয়যানে উম্মাহাতুল মু'মিনীন, ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে কেমন কেমন মহান বৈশিষ্টের অধিকারী করে ছিলেন। আসুন! এখন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এর পরে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ফযীলত ও মর্যাদা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

জন্ম, নাম ও বংশ, কুনিয়াত ও উপাধী:

তার নাম খাদীজা, পিতার নাম খুওয়াইলিদ, মাতার নাম ফাতেমা, বংশনুক্রমে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর এই ফযীলত অর্জন হয় যে, অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীগণের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ বংশ সবচেয়ে কম মাধ্যমে তাঁর বংশ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কুনিয়াত উম্মুল কাসেম। (সিয়ারে ইলামুন্নাবলা,১৬ খাদীজা উম্মুল মুমীনিন, ২/১০৯) এবং উম্মে হিন্দ। (মারিফাতুস সাহাবা লিল ইসবাহানী, জিকরুস সাহাবিয়াত, ৩৭৪৬, খাদীজা ৫/১৪৪) আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর উপাধী অনেক, যে গুলোর মধ্যে থেকে কিছু শুনে নিই। যেমনিভাবে- সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপাধী "আল কুবরা" এটা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নামের সাথে এই পরিমান ডাকা হতো যে, যেন তা নামেরই একটা অংশ। আর একটা প্রসিদ্ধ উপাধী "তাহেরা" জাহেলী যুগে তাকে তাহেরা বলেও ডাকা হতো। এমনকি তাকে **"সায়্যিদাতু কুরাইশ"** ও বলা হতো। (আস সিরাতুল জলবিয়্যাহ, বাব তাজাওয়্যাজুহু ... খাদীজা, ১/১৯৯)

www.dawateislami.net

এমনি ভাবে সিদ্দিকা ও তার উপাধী রিওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে; **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "هٰذِهٖ صِدِّيْقَةُ اُمَّتِیْ অর্থাৎ এ আমার উম্মতের সিদ্দিকা।" (তারিখে দামেস্ক, তারিখে দামেস্ক, হুরফুল মীম, ৯৪২৭, মারিয়ম বিনতে ইমরান, ১১৮/৭০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলার সালামঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর শান এবং **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে তার পদ মর্যাদা কি পরিমান সুউচ্চ এর ধারণা এই রিওয়ায়েত থেকে করুন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; (একবার) হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام **রাসূলে আকরাম, নুরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই যে, খাদীজা আসতেছে, তার কাছে বরতন (বাসন) রয়েছে যেটাতে খাবার রয়েছে। যখন সে আপনার কাজে পৌঁছবে তখন তাঁকে তাঁর প্রতি পালকের **(আল্লাহ্ তাআলা)** এবং আমার সালাম বলবেন এবং জান্নাতে অভিনব (ভিতর থেকে শূন্য) মূতী দ্বারা তৈরী ঘরের সুসংবাদ দিন। যেটাতে না রয়েছে কোন চিৎকার, চেচামেচি, না কষ্ট।

(সহীহিল বুখারী, কিতাব মানা কিবুল আনসার, বাব, তাজবিজুন নবী ...., ২/৫৬৫, হাদীস! ৩৮৬০)

সালামের জাওয়াবঃ

হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا সালামের জাওয়াব দিয়ে বলেন: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلٰی جِبْرِیْلَ السَّلَامُ وَعَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** সালাম (নিরাপত্তা প্রদানকারী) এবং হযরত জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام এবং **আপনার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপর শান্তি। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

(আস সুনানুল কোবরা লিলনাসায়ী, কিতাবুল মানাকীব, মানাকিবু খাদীজা, ৫/৯৪, হাদীসঃ ৮৩৫৯)

www.dawateislami.net

মাদারি আওয়ালি আহলে ঈমান কি, হে ইয়ে ইস কি বুযুর্গী ও পাকিযেগী।
বর গুজিদা হে রব্বে মুহাম্মদ কি ভী, আরশ ছে জিছ পে তাসলীম নাযিল হুয়ি।
উস ছরায়ে সালামত পে লাখো সালাম, উস কা জিব্রাইল মালহুজ, রাখ্খে আদব।
জান্নাতী গত্তহারী ঘর উসে বখশে রব, কুয়ি তাকলীক উস মে না শূর ও শুগুদ।
مَنۡزِلٌ مِّنۡ قَصَبٍ لَا نَصَبٍ لَا صَخَبٍ, এইছে কো শক কি যিনত পে লাখো সালাম।

(বুরহানে রহমত, ৪৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কবিতা সমূহের মধ্যে হযরত খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার নিকট **আল্লাহ্ তাআলার** আরশ থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** সালাম এসেছে। এইভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কেও হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام এর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করেন, যেটা অনেক বড় ফযীলতের কথা, কিন্তু হযরত খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে শুধুমাত্র জিব্রাইল আমীন নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলা** ও সালাম পৌঁছান, তবে কেন আমরা নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতিচ্ছবির প্রতি সালাম পাঠাবো না।

কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (কবিতা নং ২) :

আ'লা হযরত দ্বিতীয় কবিতার মধ্যে বুখারী ও মুসলীম শরীফের ঐ হাদীসের শব্দের প্রতি ঈঙ্গিত করেন জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে **আল্লাহ্ তাআলা** ও আমার সালাম দিন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে এমন ঘরের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যেটা মূতী দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। না সেখানে কষ্ট রয়েছে, না চিৎকার বিশৃংখলা। যখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে **আল্লাহ্ তাআলার** সালাম পাঠান তখন তিনি আরয করলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তো নিজেই সালাম (নিরাপত্তা প্রদানকারী), আর নিরাপত্তা তার পক্ষ থেকে আর জিব্রাইল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام এর উপর ও সালাম। (সহীহুল বুখারী, ২/৫৬৫, হাদীস, ৩৮২০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বুদ্ধিমত্তার শান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রিওয়ায়েতে দ্বারা হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর দ্বীনে মাছায়েলের জ্ঞান ও ইলমী দক্ষতা সম্পর্কে জানা গেলা। কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এই ধরণের বলেননি عَلَیْہِ السَّلَام অর্থাৎ তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা এই কথা জেনে নিয়েছেন যে, **আল্লাহ্ তাআলার** সালামের জাওয়াব এই ভাবে দেওয়ার যাবে না। যেভাবে সৃষ্টি জগতের দেওয়া হয়। সালাম তো **আল্লাহ্ তাআলার** নাম সমূহ থেকে একটি নাম, বরং এই শব্দ দ্বারা সম্ভোধনকারীকে শান্তির দোয়া দেয়া হয়। যেমনিভাবে- তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **আল্লাহ্ তাআলার** সালামের জাওয়াবের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা করেন। অতঃপর জিব্রাইল عَلَیْہِ السَّلَام এবং তারপর **রাসূলে কারীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালামের জাওয়াব আরয করেন। এর থেকে জানা গেলো, সালাম প্রেরণ কারীর পাশাপাশি সালাম প্রেরণকারী ব্যক্তিকে সালামের জাওয়াব দেওয়া উচিত।

(ফতহুল বারী, কিতাব মানাকিবুল আনসার, বাব তাজবীজুন্নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, ৮/১১৭, হাদীস, ৩৮২০)

কেউ যদি কারো সালাম নিয়ে আসে তবে ....?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! (যখন কেউ কারো সালাম পৌঁছায়, তখন তার) জাওয়াব এই ভাবে দেওয়া উচিত যে, প্রথমে পৌঁছানো ব্যক্তিকে প্রশান্তির দোয়া দিন। তারপর যে সালাম প্রেরণ করেছে, অর্থাৎ এই ভাবে বলুন: عَلَیْكَ وَ عَلَیْہِ السَّلَام। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬ অংশ, ৩/৪৬৩)** **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখার এবং এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের জন্য ইলমে দ্বীনে শিখার জন্য খুব সহজ মাধ্যম তৈরী করে দিয়েছে। আমাদের উচিত যে, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, রমযান মাস তার বরকত ছড়াচ্ছে অনেক আশিকানে রমযান পুরো রমযান মাসের ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে নিয়েছে। হায়! আমরা ও ঐসব আশিকানে রমযানের সংস্পর্শেও যদি ইলমে দ্বীন শিখার সৌভাগ্য অর্জন করতাম।

www.dawateislami.net

অন্যথায় কমপক্ষে শেষ দশ দিনের ইতিকাফের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন শিখার চেষ্টা তো অবশ্যই করা উচিত। প্রত্যেক মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর করার আমল করে নিন। বরং চান্দ রাত থেকে তৎক্ষণাৎ সফর কারী মাদানী কাফেলার মধ্যে ও সফর, ৬৩ দিন মাদানী তরবিয়তী কোর্স, ৪১ দিনের মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স বা ১২ দিনের মাদানী কোর্স করে বিভিন্ন সময়ে পঠিত দোয়া, অযু, গোসল এবং নামাযের জরুরী মাছায়েল শিখার সৌভাগ্য অর্জন করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের কে আমলের তাওফিক দান করুক।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এক মহা মর্যাদাবান মহিলা ছিলেন, যিনি প্রত্যেক স্বভাবের মধ্যে পরিপূর্ণ্যতার অধিকারী ছিলেন, অর্থাৎ বংশীয় দিক দিয়ে ভদ্রতার দিক দিয়ে, চারিত্রিক ভাবে, কর্মকান্ডে, ধন সম্পদ ও লোকদের প্রতি মঙ্গল কামনার মধ্যে। তিনি তার সময়ে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি **ইমামুল আম্বীয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়। আসুন! এখন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের ঘটনা শুনি।

রাসূলে খোদা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহের কারণঃ

মাহবুবে খোদা, আহমদে মুজতবা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর বিবাহের একটা কারণ হলো; **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিরিয়ার সফরে ছিলেন, যখন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তার গোলাম মায়সারার মুখে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের গুণাবলী শুনলেন এবং নিজেই ফেরেস্তাকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ছায়া দিতে দেখলেন। তখন এই বিষয়গুলো **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিবাহ করার মধ্যে আগ্রহান্বিত হওয়ার কারণ হয়। এমনকি এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, কুরাইশ মহিলাদের এক ঈদ উদযাপন করত, যেটাতে তারা বায়তুল্লাহ শরীফে একত্রিত হতো।

www.dawateislami.net

একদিন সেই ধারাবাহিকতায় তারা সেখানে একত্রিত হলো। সিরিয়ার এক ব্যক্তি আসল, আর তাদেরকে ডেকে বলল: হে কুরাইশ মহিলারা! অতিসত্তর তোমাদের মাঝে একজন নবী প্রকাশিত হবেন, যাকে **আহমদ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বলা হবে, তোমাদের মধ্যেও যে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, সে যেন অবশ্যই করে। এটা শুনে মহিলারা তাকে পাথর ও কঙ্কর নিক্ষেপ করে, খুব মন্দ কথা এবং কঠিন কথা বলেন, কিন্তু হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا নিরবতা অবলম্বন করেন। আর ঐ কথাটি তার মনে সংরক্ষিত করে রাখেন। এর পরে যখন মায়সারা তাঁকে ঐ নিদর্শন গুলোর কথা বলেন, যা সে দেখেছে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا নিজেও দেখেন এই কারণে তার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে, যদি ঐ ব্যক্তি সত্য বলে থাকে তবে তিনি এই ব্যক্তিত্ব হবেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ২/১৬৪)

হো বয়া কিছ ছে তুমহারী শান ও আজমত ইয়া রাসূল!
জব তোমহারী খোদ খোদ করতাহে মিদহাত ইয়া রাসূল!
(ওছায়েলে বখশিশ, ২৪১ পৃষ্ঠা)

বিবাহ অনুষ্ঠান:

যেমনিভাবে **ছরকারে আলী ওয়াকার, মাহবুবে রাব্বে গফ্ফার, মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাল চলন ও চরিত্রের প্রতি প্রভাবিত হয়ে হযরত খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তাঁর সঙ্গীনি (নফীসা বিনতে মুনিয়া) কে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মতি জানার জন্য পাঠান। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মাতি জানার পর (নাফিসা বিনতে মুনিয়া) হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে আসেন। আর বলতে লাগলেন: মোকারক বাদ! **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপনার আবেদন কবুল করে নিয়েছেন। এতে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا খুব খুশী হন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপর কাউকে তাঁর চাচা আমর বিন আসাদের কাছে পাঠালেন যেন আকদের সময় তিনি উপস্থিত থাকেন।

www.dawateislami.net

এই দিকে **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও আবু তালিব, হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এবং অন্যান্য চাচাদের সাথে এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও মুদার গোত্রের অন্যান্য নেতৃ বৃন্দদের নিয়ে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ঘরে উপস্থিত হন এবং বিবাহ করেন। এই বিবাহের এই শুভ অনুষ্ঠানটি **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সিরিয়া সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দুই মাস ২৫ দিন পর সংগঠিত হয়। (মাদারিজুন্নবুয়াহ, বাব দুওম দর কিফালত আব্দুল মোত্তালিব, ২/২৭) আর সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মু'মিনদের মা অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বরযাত্রীদের খাবারঃ

বিয়ের পর হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে আরয করেন আপনার চাচাকে বলুন যে, উট যবেহ করে যেন লোকদের খাওয়াই। অতঃপর লোকদের খাবার খাওয়ানোর পর **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন এবং হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সাথে কথাবার্তা বলেন। এর দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে চোখের শীতিলতা প্রদান করেন। তার প্রিয় চাচা আবু তালিব এই বিবাহে খুব খুশী হন। আর বলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَذۡھَبَ عَنَّا الۡکَرۡبَ وَ رَفَعَ عَنَّا الۡھُمُوۡمَ অর্থাৎ সকল প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাদের থেকে মছীবত দূর করেছেন এবং আমাদের কাছ থেকে কষ্ট উঠিয়ে নিয়েছেন, (শরহুম যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল মকসদুল আওয়াল, বাব, তাজাওয়্যাজুহু ..... খাদীজা ১/৩৭৯) এই ভাবেই বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিবাহে অনুষ্ঠিত হওয়া অনর্থক প্রথা:

প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার দাবিদার আশিকানে রাসূল গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক বিবাহের মহা মর্যাদাময় অনুষ্ঠান কি পরিমান সাদাসিদা ভাবে খুব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে যুগে আমাদের সমাজে বাগদান ও বিবাহে কতিপয় নাজায়িজ ও অনথর্ক প্রথা এই ভাবেই বেড়ে গেছে যে, এইগুলো ছাড়া অনুষ্ঠান অর্ধেক মনে করে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হওয়া গুনাহ সমূহ চিহ্নিত করে তার রিসালা **"গানে বাজে কি হুলনা কিয়া"** মধ্যে লিখেন: আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল বিবাহের মত প্রিয় সুন্নাত অনেক গুনাহে ভরপুর হয়ে গেছে।

অনর্থক প্রথা সমূহ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, **আল্লাহর** পানাহ! অবস্থা এই পরিমান খারাপ হয়ে গেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অনেকগুলো হারাম কাজ করে নেওয়া হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের সুন্নাত আদায় হতেই পারে না। উদাহরণ স্বরূপ- বাগদানের প্রথা ধরুন এতে ছেলে তার হাত দিয়ে মেয়েকে আংটি পরিধান করায়, অথচ এটা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিয়েতে পুরুষ তার হাতে মেহেদী লাগিয়ে রঙ্গিন করে, এটাও হারাম। পুরুষ ও মহিলার সংমিশ্রনে দাওয়াত করা হয়। বা অনেক জায়গায় নামেমাত্র পর্দা দেওয়া হয়, কিন্তু তারপর ও মহিলাদের মধ্যে না মুহরিম পুরুষ ঢুকে খাবার বন্টন করে। খুব ভিডিও ফিল্ম তৈরী করে। খুব ফ্যাশন দেখানো হয়। পরিবারের যুবতী মহিলারা নাচে, গান গাই এবং খুব ধুমধাম করে। এই সময় পুরুষ ও অনায়াসে ভিতরে আসা যাওয়া করে। নারী পুরুষ মন ভরে কুদৃষ্টি দিয়ে থাকে, না **আল্লাহ্**র ভয় আছে, না **হুযুর প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতি লজ্জা রয়েছে। স্মরণ রাখবেন! না মুহরিম পুরুষ না মুহরিম মহিলা কে দেখা বা না মুহরিম মহিলা না মুহরিম পুরুষ কে কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং উভয়ের জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এই জন্য আমাদের ও উচিত, এইসব ভুল প্রথার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সুন্নাত অনুসারে সাধাসিধা ভাবে বিবাহ করার মাধ্যম বানাই, এতে কল্যাণ ও রয়েছে, বরকত রয়েছে। যেমনি ভাবে-

www.dawateislami.net

বরকতময় বিবাহঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **নুরের পায়কর, নবীদের সারওয়ার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বড়ই বরকতময় বিবাহ সেটাই, যেটাতে বোঝা কম হয়ে থাকে। (মুসনদে আহমদ, হাদীস: ২৪৫৮৩, নবম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা) হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকে প্রসঙ্গে লিখেন: অর্থাৎ যেই বিয়েতে উভয় পক্ষের খরচ কম করা যায়। মহর ও কম হয়। যৌতুক ভারী না হয়। যাতে কোন পক্ষেই ঋণ গ্রস্থ হয়ে না যায়। কারো পক্ষ থেকে কোন কঠিন শর্ত যাতে না হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ভরসা করে মেয়ে দিলে ঐ বিবাহ খুবই বরকতময় হয়। আর এই সব বিবাহ চিরস্থায়ী ও সুখময় হয়। (মিরাআতুল মানাযীহ, ৫ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

শাদীয়ো মে মত গুনাহ নাদান কর, খানা বরবাদি কা মত ছামান কর।
ছাদগী শাদী মে হো ছাদাহ জাহীজ, যেইছা বিবি ফাতেমা কা থা জাহীয।
ছুড় দে ছারে গলত রসম ও রেওয়াজ, সুন্নাতো পে চলনে কা কর আহদ আজ।

(ওছায়েলে বখশিশ, ৬৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রতিটি ক্ষেত্রে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথীঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বড় বিওশালী মহিলা ছিলেন, যদি তিনি চাইতেন তবে খুব আরাম আয়েশে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি **তাঁর মাথার তাজ, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য অভিজাত্য জীবন কে ত্যাগ করে নিজের সম্পূর্ণ জীবন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে কষ্ট ও মুছীবত কে সহ্য করে অতিবাহিত করেন, যেটা তার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমান অতঃপর যখন **তাজেদারে দো-আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমে নবুয়তের ঘোষণা দিলেন এবং **আল্লাহর** সৃষ্টিকে প্রকৃত মাবুদের প্রতি ইবাদতের দিকে আহবান করলেন,

www.dawateislami.net

তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইসলামের দাওয়াতকে কবুল না করে তার উপর মুসীবত ও কষ্টের পাহাড় ফেলা হলো। রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এমনি নাজুক ও কঠিন পরিস্থিতিতে যে সব বুযুর্গরা সত্যের ডাকে লব্বাইক বলে সর্বপ্রথম **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের মধ্যে এক অমূল্য নাম হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا তিনি পতঙ্গের মতো **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর উৎসর্গ হতে থাকেন এবং সকল বিপদে তাঁর সাথে থাক ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইসহাক মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখনি কাফিরদের পক্ষ থেকে কষ্ট দায়ক অপছন্দনীয় কথা শুনে দুঃখিত হতেন, এর পর হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে তাশরীফ আনতেন, তখন তাঁর মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখ কষ্ট কে দূর করে দিতেন।

(আস সিলাতুন নব্বীয়্যাহ লি ইবনে ইসহাক, তাহদীদ লাইলাতুল কদর ১/১৭৬)

এক অমূল্য মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ ও অভ্যর্থনার সাথে কষ্ট ও মুসীবত সমূহ কে সহ্য করাটা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে অন্যান্য পবিত্র বিবিগণদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ থেকে অনন্য করে তুলেন, এমন কি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র জীবন থেকে আমাদের জন্য মাদানী ফুল হলো; কোন কঠিন পরিস্থিতি হোক, যত কষ্টের সম্মুখীনই হই না কেন, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ ও অনুকরন থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়া উচিত এবং **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনীত প্রিয় দ্বীন **"ইসলাম"** এর জন্য আর্থিক ও শারীরিক, ও প্রাণ, যে কোন ধরনের কোরবানী থেকে পিছু না হটা উচিত।

তেরে নাম পর ছর কো কোরবান কর কে, তেরে ছর ছে সদকা উতারা করো মে।
ইয়ে এক জান কিয়াহে আগর হো করোডো, তেরে নাম পর ছব কো ওয়ারা করো মে।

(সামানে বখশিশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুল পেলাম যে, মহিলার তাদের স্বামীর সুখে দুঃখে সর্বাস্থায় সাথে থাকা উচিত এবং কোন কারণ ছাড়া ঝগড়া বিবাদ, অভিযোগ না করে সব সময় ধৈর্য্য ও শোকরের মাধ্যমে কাজ আদায় করা উচিত, বরং নেককার ও অতুলনীয় বিবির সৌন্দর্য্যটা তো এটাই যে, সে সব সময় তার স্বামীর নেয়ামতের শোকর আদায় করে এবং কখনো তার দয়া অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয় না। সে ভালভাবে জানে যে, স্বামী আমার জন্য এক মজবুত আশ্রয় এবং **আল্লাহ্ তাআলার** এক নেয়ামত, সেই আমার অভাব পূর্ণ করে এবং তার কারণে আমি সন্তানের নেয়ামত পেয়েছি।

রহমতে আলম নুরে মুজাস্‌সাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মহিলাদের কে তাদের স্বামীর অকৃতজ্ঞতা থেকে বাচাঁর খুব তাকিদ দিয়েছেন। যেমনিভাবে হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: একবার **ছরকারে দো-আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমরা মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন আমাদের সালাম দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "অনুগ্রহকারীর অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকো।" আমরা আরয করলাম: ইহসানকারীর অকৃতজ্ঞতা দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ইরশাদ করলেন: সম্ভব হতে পারতো যে, তা তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্বামী ছাড়া তাদের বাবা মায়ের কাছে বসে থাকতো এবং বৃদ্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে স্বামী প্রদান করেন এবং তার মাধ্যমে সম্পদ ও সন্তানের মতো নেয়ামত প্রদান করেন। এতদসত্ত্বেও যখন সে রাগ করে তখন বলে: আমি তার কাছে কখনো কল্যাণ দেখিনি। **(মসনদে ইমাম আহমদ, মসনদুল কাবাইল, হাদীস: আসমা ইবনাতি ইয়াজীদ, ১০/৪৩৩, হাদীস! ২৭৬৩২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূভার্গ্য বর্শত আমাদের সমাজে অধিকাংশ মহিলা অকৃতজ্ঞতার রোগে আক্রান্ত দৃষ্টিতে পড়ে, একটু উচ্চ পরিবার বা কোন মহিলা দামী কাপড় এবং দামী অলংকার দেখে নিলে তো অকৃতজ্ঞতা করতে শুরু করে দেয়, যেমনি ভাবে **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি জাহান্নামে অধিকাংশ মহিলাকে দেখেছি, যারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। তখন আরয করা হলো: اَیَکۡفُرۡنَ بِاللّٰہِ؟ **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে? ইরশাদ করলেন: "یَکۡفُرۡنَ الۡعَشِیۡرَ وَیَکۡفُرۡنَ الۡاِحۡسَان অর্থাৎ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং অবদান স্বীকার করে না।

www.dawateislami.net

لَوۡ اَحۡسَنۡتَ اِلٰی اِحۡدٰھُنَّ الدَّھۡرَ অর্থাৎ যদি তাদের মধ্যে থেকে কারো সাথে সারা জীবন ইহসান করে। ثُمَّ رَأَتۡ مِنۡكَ شَيۡئاً অতঃপর যখন তোমার কাছে তার কথার বিরোধী কিছু দেখে তখন বলে: مَارَأَيۡتُ مِنۡكَ خَيۡراً قَطُّ আমি কখনো তোমার কাছে ভাল কিছু দেখিনি।" (সহীহিল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব কুফরানুল আশীর, ২৯ নং, ১ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

এই জন্য আমাদের উচিত, আমাদের ঘরের সদস্যদের ধৈর্য্য ও শোকরের ফযীলত বলা। একে অপরের হক ভাল ভাবে আদায় করি এবং একে অপরের দুঃখ কষ্ট ভালভাবে সমাধান করার চেষ্টা করা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও সুন্দর সম্পর্ক ঐ সময় চলে যখন স্বামী স্ত্রী একে অপরের হক ভালভাবে আদায় করে নিঃসন্দেহে স্বামী স্ত্রী উভয়কে একে অপরের হক আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এই জন্য উভয়ের উচিত যে, তারা তাদের হক সমূহ নম্রতার সাথে আদায় করতে থাকে। এই ভাবে আমাদের ঘর শান্তি ও নিরাপত্তার বেষ্টনী হতে পারে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর দানশীলতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর একটা অনেক বড় গুন হলো; তিনি খোলা হাত ও প্রশস্থ অন্তরে অধিকারী ছিলেন এবং মন খুলে দান করতেন। যেমনিভাবে- একবার **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলার** কসম! খাদীজার চেয়ে উত্তম আমি কোন বিবি পায়নি, যখন সব লোকেরা আমাকে অস্বীকার করল ঐ সময় সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। যখন সকল লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। ঐ সময় সে আমাকে সত্যায়ন করেছে এবং যে সময় কোন ব্যক্তি আমাকে কোন কিছু দিতে প্রস্তুত ছিলো না। ঐ সময় খাদীজা আমাকে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিলো এবং তার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে সন্তান দান করেছেন।"

(আল ইসতিয়াব, বার নিসা, ৩৩৪৭, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে তোহফা:

এমনি ভাবে একবার **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুধ মা হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا মক্কা শরীফের মধ্যে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হন। দূর্ভিক্ষ ও গবাদী পশুর ধ্বংসের ব্যাপারে অভিযোগ করেন, ঐ সময় **ছরকারে দো-আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সাথে বিবাহ হয়েছিলে। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই ব্যাপারে হযরত খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সাথে কথা বলেন, তখন তিনি হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে চল্লিশটি ছাগল এবং একটি উট তোহফা পেশ করেন।

(আত তবকাতুল কুবরা, যুকিরা মান আরদ্বয়া ....., ১/৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا অনেক বড় মন ও বেশী দান করতেন। আমাদের ও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জীবনীর উপর আমল করে খুব মন খুলে দান সদকা করার অভ্যাস গড়া উচিত, আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম আমাদের কে মুসলমানদের কল্যাণ উত্তম ব্যবহার এবং গরীবদের সাহায্য, ইয়াতীমদের সাহায্য করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক বছর নিসাবের অধিকারী ব্যক্তি দের উপর কিছু শর্ত পাওয়া গেলেই যাকাত ফরজ করা হয়েছে। নফল সদকার ফযীলত বর্ণনা করে লোকদের কে দানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কৃপনতার তিরস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এই জন্য যাকাতের মত গুরুত্ব পূর্ণ ফরজ আদায়ের মধ্যে অলসতা করে কাজ না করে একনিষ্ট ভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে সমস্ত শরয়ী মাছায়েলকে দৃষ্টির সামনে রেখে আদায় করুন এবং নফল সদকার মন মানষিকতা তৈরী করুন। সদকা **আল্লাহ্ তাআলার** খুবই পছন্দ এবং বিপদ আপদ দূর হওয়ার সাথে সাথে গরীব মিসকীনদের অভাবে পূরণ হওয়ার মাধ্যম হয়। আসুন! সদকার উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরী করার জন্য দানের ফযীলতের উপর তিনটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুনি:

(১) "اَلۡجَنَّۃُ دَارُ الۡاَسۡخِیَآءِ অর্থাৎ জান্নাত দানশীলদের ঘর।"

(ফেরদৌসিল আখবা: ১/৩৩৩, হাদীস! ২৪৩০)

www.dawateislami.net

(২) "দানশীল **আল্লাহ্ তাআলার** নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী লোকদের নিকটে, আগুন থেকে দূরে, আর কৃপণ **আল্লাহ্ তাআলা** থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, লোকদের থেকে দূরে। আগুনের নিকটবর্তী এবং মূর্খ দানশীল, **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কৃপণ আলীমের চেয়ে উত্তম।"

(সুনানে তিরমীযি, কিতাবুল, বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব মাজা ফিস সখা, ৩/৩৮৭, হাদীস! ১৯৬৮)

(৩) "হে লোকেরা! যদি তোমরা বেঁচে যাওয়া সম্পদ খরচ করে ফেলো তবে তোমাদের জন্য তা উত্তম আর যদি রেখে দাও তবে তা তোমাদের জন্য মন্দ এবং প্রয়োজন অনুসারে যদি নিজের কাজে রেখে দাও তবে নিন্দনীয় নয় এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের পরিবারে দিয়ে শুরু করো এবং উপরের হতে নিচের হাত থেকে উত্তম।" **(সহীহ মুসলীম, কিতাবুস যাকাত, হাদীস ১০৩৬, পৃষ্ঠা ৫১৬)**

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্য বান, যে তার সম্পদের ওয়াজীব হক আদায় করে। অর্থাৎ খুশী মনে সময় মতো যাকাত ফিতরা আদায় করে। নিজের সম্পদ মা, বাবা, ভাই, বোন এবং সন্তান সন্ততির উপর খরচ করে নিজ আত্মীয় স্বজন গরীব, ইয়াতীম ব্যক্তিদের সাহায্য করে। মসজীদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য নেক কাজের মধ্যে বড় ছোট অংশ নেয়। নেক কাজের মধ্যে খরচ করার এক সর্বোত্তম মাধ্যম এটাও যে, আমরা দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করার জন্য নিজের টাকা-পয়সা খরচ করে, যাতে আমাদের সদকায়ে জারিয়া হয়ে যায়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা দুনিয়ার মধ্যে নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী অরাজনৈতিক মসজীদ ভরো সংগঠন, যেটার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মুসলমানদের এই মাদানী মন মানসিকতা দেওয়া "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করা اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।" **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুন্নাতের প্রশিক্ষণ এবং নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য কমপক্ষে ১০৩ টি বিভাগের মধ্যে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে। এই সমস্ত বিভাগকে চালানোর জন্য কোটি নয় বরং শত কোটি টাকার প্রয়োজন, বিদেশে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আওতায় ৪৫২ জামেয়াতুল মদীনা (পুরুষ-মহিলা) প্রতীষ্ঠীত রয়েছে যেখানে কম বেশ ৩০৩৫৪ ছাত্র ছাত্রী দরসে নিজামী করছে,

www.dawateislami.net

এমনকি দুই হাজার চারশ পছাত্তর (২৪৭৫) মাদ্রাসাতুল মদীনা (পুরুষ-মহিলা) ও প্রতীষ্ঠা রয়েছে যেখানে কম বেশী এক লাখ তের হাজার একশ আর (১১৩১১৪) মাদানী মুন্না, মাদানী মুন্নী হিফজ ও নাজেরা ফ্রি শিক্ষা অর্জন করছে। মাদানী চ্যানেল যেখানে অসংখ্যা মুসলমানকে সংশোধন এবং কাফেরদের ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যম হয়, এমন কি এর মাধ্যমে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল ইলমে দ্বীন দ্বারা মালামাল হচ্ছে। মাদানী চ্যানেলে রমজানুল মোবারকের মধ্যে আসরের পর ও তারাবীর পর প্রতিদিন ২ বার এবং রমজান ছাড়া সাপ্তাহে একবার মাদানী মুযাকারা **Live** সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ১২ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, মাদীনাতুল ইলমিয়া মজলীশে মকতুবাত ও তাবীজাতে আত্তারিয়া যেখানে লাখো লাখ মুসলমান উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া ও মাদানী মরকয (ফয়জানে মদীনা) অন্যান্য মসজীদের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা মাদানী তরবিয়ত গাহ বিভিন্ন তরবিয়াতী কোর্স উদাহরণ সরূপ ফরজ উলুম কোর্স ইমামত কোর্স মাদানী তরবিয়তী কোর্স, মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স, কুফ্লে মদীনা কোর্স, ফরজানে ইসলাম কোর্স, ফয়জানে কোরআন ও হাদীস কোর্স। ১২ দিনের মাদানী কোর্স ইত্যাদি এইভাবে সাপ্তাহিক ইজতিমা বড় রাত, উদাহরণ সরূপ মীলাদ গেয়ারভী শরীফ, শবে মীরাজ, শবে বরাত এবং কদর, ইত্যাদি এর ইজতিমা পুরো রমযান মাস/ শেষ দশ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাফ, সুশৃংখল পদ্ধতিতে মাদানী কাজ সমূহ অগ্রসর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** কমপক্ষে ১০৩ বিভাগের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন আপনি ও অধিক থেকে অর্ধিকতর মাদানী আতিয়াত জমা করে দিন এবং নেকীর দাওয়াতে ব্যাপক করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে থাকুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মিসওয়াক করার মাদানী ফুলঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর লিখিত রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে মিসওয়াক করার কিছু মাদানী ফুল শুনি: ✱ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিস্সুয়ূতী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) ✱ মিস্ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। ✱ মিস্ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ✱ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক **(GAP)** সৃষ্টি করে। ✱ মিস্ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✱ মিস্ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✱ দাঁতের প্রস্থে মিস্ওয়াক করুন। ✱ যখনই মিস্ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✱ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✱ মিস্ওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✱ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্ওয়াক করবেন। ✱ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.dawateislami.net

✱ মিস্ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদা ঐ সময় হবে, যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা) ✱ মিস্ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net